The Daily Star ৪ ১০ MAR. 02 2003
দৈনিক সংবাদ

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেলেঙ্কারি

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ২৪তম বিসিএস-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। শুক্রবার বিকেল ৩টায় ছিল পরীক্ষা। তার আগের দিন রাতেই ফাঁসকৃত প্রশ্নের কপি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটে যায়। যে ১শ' ৮০টি প্রশ্ন আগে পরীক্ষার্থীদের হাতে এসেছে তার মধ্যে ৭৪টিই হুবহু মিলে গেছে বলে দাবি করা হয়েছে। প্রকাশিত রিপোর্টে আরও বলা হয় ঃ এসব প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে ঢাকার কয়েকটি কোচিং সেন্টার এবং ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের কতিপয় নেতা-কর্মী জড়িত। পরীক্ষার আগে এসব প্রশ্ন সর্বনিম্ন ১শ' থেকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র শুক্রবার পরীক্ষার আগে ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রের কপি নিয়ে রমনা থানায় জিডি করতে গেলেও থানার ওসি জিডি নেননি। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কে কিছু জানেন না বললেও এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন।

বিসিএস পরীক্ষায় এই প্রথম প্রশ্ন ফাঁসের কেলেঙ্কারি ঘটল। এর আগে কোন বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেনি। কিভাবে এ ঘটনা ঘটল এবং এর সঙ্গে কোন্ চক্রটি জড়িত তা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্তাব্যক্তিরাই বলতে পারেন। তবে ঘটনার পর পিএসসি চেয়ারম্যান যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা কেবল অযৌক্তিক নয়, হাস্যকরও বটে। এক পত্রিকার কাছে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রশ্নই ওঠে না। এটি পিএসসির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আবার অন্য পত্রিকার কাছে বলেছেন, উল্লিখিত ছাত্রটি পিএসসিতে না গিয়ে থানায় গেল্ কেন? ক্ষমতাসীন সরকার সবকিছুতে ষড়যন্ত্র দেখছেন, শেষ পর্যন্ত পিএসসি চেয়ারম্যানও প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন। বিসিএস প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে যদি কোন ষড়যন্ত্র হয়েই থাকে সেটি পিএসসির ভেতরের লোকরাই করেছেন। বাইরের কারও ষড়যন্ত্র করার সুযোগ কোথায়?

দ্বিতীয়ত, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা যে ছাত্রটি উদ্ঘাটন করেছে সে কেন পিএসসিতে না গিয়ে থানায় গেল পিএসসি চেয়ারম্যান তা জানতে চেয়েছেন। অদ্ভুত প্রশ্ন। বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা একটি ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ। ফলে ছাত্রটি থানায় যাবে না তো কোথায় যাবে? কিন্তু এখানে থানা বা পুলিশ যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে তাও অমার্জনীয়। কোন অভিযোগ এলে থানার কর্তব্য হচ্ছে তা তদন্ত করে দেখা। অতি সতর্ক রমনা থানা কর্তৃপক্ষ সে অভিযোগ গ্রহণই করেননি।

তবে এক্ষেত্রে পিএসসিই প্রধান আসামি। একটি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা যারা রক্ষা করতে পারে না পিএসসির মতো প্রতিষ্ঠানে তাদের থাকার কোন যোগ্যতাই নেই। পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্য পদসমূহ সাংবিধানিক পদ। সাংবিধানিক পবিত্রতা রক্ষার শপথ নিয়েই তারা স্ব-স্ব পদে যোগ দেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে সে পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দু'টি বিসিএস পরীক্ষায় দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির কথিত অভিযোগ এনে ফলাফল স্থগিত করে দেয় জোট সরকার। যদিও সে অভিযোগের পক্ষে কোন তথ্য-প্রমাণ দেখাতে পারেনি। এবারে তো পিএসসি হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে। যে প্রশ্নপত্রে শুক্রবার বিকেল ৩টায় পরীক্ষা হয়েছে সেই প্রশ্নপত্র নিয়ে এসএম হলে ছাত্রদল নেতার কক্ষে উত্তর লেখার মহড়া চলল কিভাবে? কেবল এসএম হলে নয়, মহসীন হলেও একই মহড়া চলেছে। এছাড়া ঢাকার কয়েকটি কোচিং সেন্টার থেকে প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের হাতে আগাম চলে যাওয়ার কথা শোনা গেছে।

বিসিএস পরীক্ষার সঙ্গে লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর ভাগ্য জড়িত। তাদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কাউকে সংবিধান দেয়নি। অতএব অবিলম্বে ২৪তম বিসিএস পরীক্ষা অবশ্যই বাতিল করতে হবে। সেই সঙ্গে এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ কঠোর শাস্তি দিতে হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনার দায়দায়িত্ব পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্যরাও এড়াতে পারেন না। সেক্ষেত্রে দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় সরে যাওয়াই কি তাদের জন্য সম্মানজনক নয়?